দামুড়হুদায় সড়ক দুর্ঘটনায় স্কুলছাত্র নিহত

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় জিহাদ নামের এক স্কুলছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) ভোরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।

নিহত জিহাদ (১৬) পাটাচোরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র ও একই গ্রামের জাহিদুল ইসলামের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্বজনরা জানায়, গতকাল রোববার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা কাউন্সিল মোড় এলাকায় মুজিবনগর-কার্পাসডাঙ্গা সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ওই সময় দ্রুতগামী একটি মোটরসাইকেল মোড় ঘুরতে গিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা আরেকটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে জিহাদ ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয়। তার মাথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত লাগে।

তারা আরও জানান, দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। তবে অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা রাতেই তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। পরে আজ ভোর ৫টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেখানেই জিহাদের মৃত্যু হয়।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ুন কবির বলেন, ঘটনার বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তবে যদি অপমৃত্যুর মামলা হয়, তাহলে তা রাজশাহীতেই হবে বলে জানান তিনি।

গাংনী-ধানখোলা সড়কে ককটেল ফাটিয়ে আবারও গণডাকাতি

এক মাসের ব্যবধানে গাংনী থানা থেকে মাত্র তিনশ গজ দূরে তিনটি হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করে আবারও গণডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এতে বেশ কয়েকজন পথচারীর কাছ থেকে নগদ টাকা, মোবাইল ফোনসহ অন্যান্য মালামাল লুট করেছে ডাকাতদল।

মঙ্গলবার দিবাগত রাত আনুমানিক পৌনে নয়টার দিকে গাংনী-ধানখোলা সড়কের বিল্লাল নার্সারির কাছে হারেজ মোড়ে এ ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এ সময় ডাকাতদের কাছে হাতবোমা ও দেশীয় তৈরি ধারালো অস্ত্র ছিল বলে জানান ভুক্তভোগীরা।

প্রায় ২০ জন পথচারীর কাছ থেকে আনুমানিক ৮০ হাজার টাকা লুট করেছে ডাকাতদল।

ভুক্তভোগী ইয়াসির আরাফাত আলীর কাছ থেকে ৭ হাজার টাকা, আব্দুল হালিমের কাছ থেকে ৬০০ টাকা, শাহজামাল আলীর কাছ থেকে ৫ হাজার টাকা, রেজিয়া খাতুনের কাছ থেকে ৭০০ টাকা, মিন্টু হোসেনের কাছ থেকে আড়াই হাজার টাকা, মহব্বত আলীর কাছ থেকে ২২শ টাকা, মিন্টু আলীর কাছ থেকে পৌনে ১০ হাজার টাকা, কুরসিয়া খাতুনের কাছ থেকে আড়াই হাজার টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। এছাড়াও অন্যান্যদের কাছ থেকেও অর্থ ও সামগ্রী লুট করা হয়েছে।

ভুক্তভোগীদের বাড়ি গাংনী উপজেলার ধানখোলা, মহিষাখোলা ও আড়পাড়া এলাকায়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীরা জানান, ৭-৮ জনের একটি দল দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হঠাৎ রাস্তা অবরোধ করে তিনটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে আশপাশে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এরপর তারা পথচলতি অন্তত ২০-২৫ জনের কাছ থেকে টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নেয়। ডাকাতরা প্রায় ১০ মিনিটের মধ্যে পুরো ঘটনা ঘটিয়ে দ্রুত সটকে পড়ে।

ঘটনার খবর পেয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তিনি জানান, “এটি একটি পূর্বপরিকল্পিত ডাকাতি। আমরা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করছি এবং জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু হয়েছে।”

এদিকে, এমন ঘটনায় পুরো এলাকায় চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। রাতের বেলা চলাচলকারী সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। দ্রুত পুলিশি টহল জোরদার ও অপরাধীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে এলাকাবাসী জোর দাবি জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, কয়েক মাস পূর্বেও একই স্থানে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এরপর পুড়াপাড়া-জুগিন্দা রাস্তাতেও একই ধরনের ঘটনা ঘটে।

এভাবে একের পর এক ডাকাতির ঘটনায় জনমনে চরম উদ্বেগ ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, গাংনী থানা পুলিশের ডিএসবি (বিশেষ শাখা) শাখার অধিকাংশ সহকারী উপপরিদর্শক ও কনস্টেবলরা তাদের মূল দায়িত্ব ফেলে পলাতক আওয়ামী লীগের নেতাদের সাথে দেন-দরবার ও আওয়ামী লীগের দোসরদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে সময় কাটান। দীর্ঘদিন ধরে একই স্থানে দায়িত্ব পালন করছেন ডিএসবি শাখায় কর্মরত এই কর্মকর্তা ও কনস্টেবলরা।

বিষয়টি মেহেরপুরের পুলিশ সুপার ও জেলা বিশেষ শাখায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এলাকাবাসী।

দর্শনার পরানপুর- লোকনাথপুর সড়কে গাছ ফেলে ভ্যান ছিনতাই

দর্শনা পরানপুর লোকনাথপুর সড়কে ছিনতায়ের ঘটনা ঘটেছে। এলাকা সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রবিবার রাত ৯টার দিকে লোকরাথপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে দুইজন মহিলা ভ্যানযোগে পরানপুর গ্রামের দিকে আসছিল।

এসময় লোকনাথপুর পরানপুর সড়কের ধাপড়ী মাঠের বাশঁঝাড়ের নিকট সড়কে বাঁশ কেটে ও গাছ ফেলে সড়ক অবরোধ করে। ভ্যানে থাকা দুই মহিলার নিকট থেকে একটি সোনার চেইন ও কানের দুল ও কিছু নগদ টাকা ছিনতাই

করে নিয়ে যায় ছিনতাইকারীরা। তবে ভুক্তভোগীদের কারো সাথে দেখা করা সম্ভব হয়নি। জৈনক এক মোটর সাইকেল আরোহী ঐ সড়কে আসার সময় তাদের সাথে দেখা হয়। তিনিই এ ঘনাটি জানান সাংবাদিকদের কাছে। তবে তিনি কারো নাম ঠিকানা বলতে পারেনি। এ বিষয় দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর এর নিকট জানতে চাইলে ঘটনা জানেনা বলে জানান। ঘটনাটি শুনার পর সঙ্গীও ফোর্স নিয়ে ঘটনা স্থলে গিয়ে সড়কের পাশে বাঁশ ফেলে রাখতে দেখেন। এসময় দামুড়হুদা থানার অফিসার্স ইনচার্জ হুমায়ন কবির ও দ্রুত ঘটনা স্থলে পৌঁছে কাউকে পাননি বলে জানা গেছে।

তবে এ ঘটনায় ভ্যান চালককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দামুড়হুদা মডেল থানায় নিয়ে গেছে। দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মাকর্তা জানান ঘটনাটি দামুড়হুদা মডেল থানা এলাকা বলে জানান, দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে যাচাই-বাছাই

মেহেরপুর সদর উপজেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতদের পরিবারকে অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে যাচাই-বাছাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার (৩০ জুলাই) সকালে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সদর উপজেলা সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামামুল হক, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আনিসুর রহমান, বিআরটিএ ইন্সপেক্টর জিয়াউর রহমান প্রমুখ।

সভায় জানানো হয়, সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তির পরিবারকে ৫ লাখ টাকা এবং আহতদের ক্যাটাগরি অনুযায়ী ১ থেকে ৩ লাখ টাকা পর্যন্ত অনুদান প্রদান করা হবে।

উল্লেখ্য, যাচাই-বাছাই শেষে সংশ্লিষ্টদের অনুদানের জন্য সুপারিশ করা হবে এবং তা দ্রুত কার্যকর করা হবে বলে জানান ইউএনও।

সড়কে গাছ ফেলে কোটচাঁদপুরে ছিনতাইয়ের অভিযোগ

সড়কে গাছ ফেলে কোটচাঁদপুরে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। গতকালসোমবার রাতে উপজেলার রামচন্দ্রপুর-লক্ষীকুণ্ড গ্রামের সড়কে এ ছিনতাই হয়।

ভুক্তভোগী মেহের মালিতা বলেন, আমার ছেলের ছেলে মিনহাজ (৩) কে নিয়ে যশোর গিয়েছিলাম ডাক্তার দেখাতে। এ সময় আমার সঙ্গে ছিল ছেলের বউ তামান্না খাতুন, বেয়াই ফারুক হোসেন। আর আমাদেরকে এগিয়ে নিতে কোটচাঁদপুর গিয়েছিল আমার ভাই মোগরব মালিতা, ভায়েরা মিঠু মালিতা, ভ্যানচালক রেজাউল ইসলাম ও হাসান আলী। এ ছাড়া ছিলেন আমাদের গ্রামের হায়দার মিস্ত্রি।

তিনি আরও বলেন, তখন রাত ১১টা ৫০ মিনিট। কোটচাঁদপুর থেকে আমরা রওনা দিই। পথিমধ্যে রামচন্দ্রপুর-লক্ষীকুণ্ড গ্রামের সড়কের চামতলা মাঠে পৌঁছালে সড়কের উপর গাছ পড়ে থাকতে দেখি। এ সময় গাড়ির গতি রোধ করতেই বাগানের মধ্য থেকে ৫/৬ জন দা হাতে বেরিয়ে আসে। এরপর বউমা আর নাতি ছেলেকে ছাড়া আমাদের সবাইকে বেঁধে রেখে নগদ ১৫ হাজার টাকা, দুটি কানের দুল ছিনিয়ে নেয়।

পরে অপেক্ষা করে পথচারী আসার। কিছুক্ষণ পরে বলরামপুরের সেলিম রেজা ও সুমন নামের দুই ব্যক্তি ঘটনাস্থলে আসেন। তাদের কাছ থেকেও টাকা ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের সবাইকে ছেড়ে দেয়।

তিনি বলেন, বিষয়টি নিয়ে আমরা ভয়ে থানায় কোনো অভিযোগ করিনি। তবে জানতে পেরেছি ঘটনাটি নিয়ে সেলিম রেজা থানায় অভিযোগ করেছেন।

সেলিম রেজা বলেন, ওই সময় ব্যবসার কাজ শেষ করে মোটরসাইকেলযোগে কোটচাঁদপুর শহর থেকে বাড়ি ফিরছিলাম। পথিমধ্যে আমাকে আটকে রেখে নগদ ৫০ হাজার ৩শ’ টাকা ছিনিয়ে নেয়। এ বিষয়ে আমি থানায় অভিযোগ

করেছি।

এ ব্যাপারে সাবদারপুর পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) রফিকুল ইসলাম বলেন, ঘটনার বিষয়ে আমার জানা নেই। আর ওই এলাকা আমার দায়িত্বভুক্ত নয়। আমি গেল রাতে কুশকুড়ি মাঠে ডিউটিতে ছিলাম।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন, ঘটনাটি আমি জেনেছি। এ ঘটনায় সেলিম নামের একজন থানায় অভিযোগ করেছেন। বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে। তদন্তের পর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, এটি কোনো ছিনতাই বা ডাকাতির ঘটনা নয়, একে দস্যুতা বলা যায়। আর এর আগে যে ঘটনা ঘটেছিল, সে ব্যাপারে কেউ কোনো অভিযোগ করেনি।

কোটচাঁদপুরে সড়কে ধানের চারা রোপণ করে ব্যতিক্রমী প্রতিবাদ গ্রামবাসীর

বেহাল সড়ক সংস্কারের দাবিতে বারবার আবেদন করেও প্রতিক্রিয়া না পাওয়ায় ব্যতিক্রমী পন্থায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার তালসার গ্রামের বাসিন্দারা।

মঙ্গলবার দুপুরে তারা তালসার থেকে ঘাঘা বালিখোলা সড়কের ক্ষতিগ্রস্ত অংশে ধানের চারা রোপণ করে প্রতীকী প্রতিবাদ জানান।

স্থানীয়রা জানান, তালসার বাজার থেকে ঘাঘা বালিখোলা পর্যন্ত দেড় কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কের প্রায় এক কিলোমিটার অংশে ইটভাঙা সলিং ভেঙে কাদা ও খানাখন্দে পরিণত হয়েছে। বাকি অংশের অবস্থাও আরও করুণ। দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় সড়কটি এখন একেবারেই চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।

তালসার পূর্বপাড়ার বাসিন্দা ও সাবেক সেনা সদস্য রবিউল ইসলাম

বলেন, আমাদের পাড়ার প্রায় পাঁচ হাজার মানুষের চলাচলের একমাত্র সড়কটি এখন মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় বলেও কোনো লাভ হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে প্রতীকীভাবে ধানের চারা রোপণ করে প্রতিবাদ জানিয়েছি।

স্থানীয় কুশনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহরুজ্জামান সবুজ বলেন, রাস্তাটি এলজিইডির আওতাধীন হওয়ায় ইউনিয়ন পরিষদ থেকে কোনো প্রকল্প নেওয়া যাচ্ছে না। তবে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে বারবার জানানো হয়েছে। প্রতিবছর ব্যক্তিগত উদ্যোগে সামান্য সংস্কারের চেষ্টা করি।

এ বিষয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রকৌশলী সিদ্ধান্ত কুমার কুন্ডু বলেন, ঘটনার বিষয়ে আমি অবগত ছিলাম না। রাস্তার সুনির্দিষ্ট নাম জানানো হলে খোঁজ নিয়ে দেখা হবে সেটির এলজিইডির আইডি রয়েছে কি না। না থাকলে কীভাবে কাজ শুরু করা যায়, তা বিবেচনা করা হবে।

কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কাজী আনিসুল ইসলাম বলেন, এখন ঘটনাটি জানতে পারলাম। দ্রুত খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে গত ৬ মাসে সড়কে প্রাণ হারিয়েছেন ২১ জন, আহত অর্ধশত

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের বনবিভাগের সামনে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক সরকারি প্রকৌশলী ও এক কলেজছাত্র নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার সকাল আনুমানিক ১০টার দিকে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, মেহেরপুর গাংনী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী মো. এ কে এম মাহফুজুর রহমান (৪৭) এবং মেহেরপুর সরকারি কলেজের ছাত্র মো. আকমল হোসেন (২০)। মাহফুজ গহরপুর

গ্রামের বাসিন্দা এবং আকমল শেখপাড়া গ্রামের মাবু মিরের ছেলে। এনিয়ে গত ৬ মাসে মেহেরপুরে বিভিন্ন সড়ক দুর্ঘটনায় ২১ জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

গতকালের ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রকৌশলী মাহফুজুর রহমান অফিসের উদ্দেশ্যে গাংনীর দিকে যাচ্ছিলেন। অপরদিকে কলেজ শিক্ষার্থী আকমল হোসেন গাংনীর দিক থেকে মেহেরপুরের দিকে আসছিলেন। ঘটনার সময় জেলা বনবিভাগের সামনে পৌছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুইজনই গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত মাহফুজের মোটরসাইকেলের নম্বর ছিল ঢাকা মেট্রো-হ ৩৬-৫৪২৯ এবং আকমলের মোটরসাইকেলের নম্বর মেহেরপুর হ-১৩-৫১৯৪। তাদের দুজনের মোটরসাইকেলেই হেলমেট ছিল কিন্তু হেলমেট পরিহিত ছিল না বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন।
দুর্ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে, মেহেরপুরে গত ডিসেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ১৯ জন নিহত এবং অর্ধশতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে শিশু, শিক্ষার্থী, নারী, প্রবাসফেরত যুবক, কলেজ ছাত্র এবং বৃদ্ধও রয়েছেন। দুর্ঘটনাগুলোর মধ্যে রয়েছে মোটরসাইকেল, প্রাইভেটকার, ট্রাক, ভ্যান ও বাইসাইকেলসহ বিভিন্ন যানবাহনের সংঘর্ষ ও নিয়ন্ত্রণ হারানোর ঘটনা।

গত ১০ জুন মেহেরপুর সদর উপজেলার বাড়াদিতে দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে সৌরভ নামের এক যুবক নিহত হন, আহত হন একই পরিবারের ৪ জন সদস্যসহ মোট ৫ জন। ৫ জুন গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় আবুল কাশেম (৬২) নিহত হন। ৪ জুন মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কে দুর্ঘটনায় ছাগল ব্যবসায়ী নজিম উদ্দিন (৬৪) নিহত হন, আহত হন আরও ৪ জন। ৩ জুন মুজিবনগরে ট্রলি ও ইজিবাইকের সংঘর্ষে ৪ শিশু শিক্ষার্থী আহত হয়। ১০ মে গাংনীতে রাস্তা পার হতে গিয়ে আড়াই বছরের শিশু তাছনিয়া খাতুন নিহত হয়। মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের শুকুরকান্দিতে ট্রাক-মাইক্রোবাস সংঘর্ষে ৩ জন নিহত, ৩ নারী আহত হন। ৯ এপ্রিল গাংনীতে চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফেরার পথে বৃদ্ধ সামসুল হক (৬৫) নিহত হন। ৩১ মার্চ মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক মহাসড়কে প্রাইভেটকার, ভ্যান ও

মোটরসাইকেলের ত্রি-মুখি সংঘর্ষে এক ব্যাংক কর্মকর্তা, এক শিশু ও আরও একজন নিহত হন। এ ঘটনায় অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামের হাসান মোল্লার ছেলে ও এনআরবিসি ব্যাংকের রূপনগর শাখার অফিসার আক্তারুজ্জামান ওরফে শোভন, সদর উপজেলার বাড়িবাঁকা গ্রামের মোখলেসুর রহমানের ছেলে আল ইমরান এবং গাংনী উপজেলার ধানখোলা গ্রামের ভ্যানচালক আলী হাসানের শিশু পুত্র জুবায়ের হাসান। ২৭ মার্চ সদর উপজেলার আশরাফপুরে মোশাররফ হোসেন (৬০) সড়কে প্রাণ হারান। ২২ মার্চ কুঠি ভাটপাড়ায় শ্যালো ইঞ্জিন আলগামনের সাথে ধাক্কায় প্রবাস ফেরত সাগর মিয়া
(২৪) নিহত হন। ৪ ফেব্রুয়ারি আমঝুপিতে ট্রাকের ধাক্কায় লাল্টু হোসেন (৩২) নিহত, মিনারুল ইসলাম গুরুতর আহত।

২৭ জানুয়ারি, সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান জামায়াত নেতা শেখ মোমিনুল ইসলাম (৫৫)। ৮ জানুয়ারি গাংনীতে পৃথক দুর্ঘটনায় নিহত হন স্কুল ছাত্র তাইমুজ্জামান (৯), কলেজ ছাত্র সিয়াম হোসেন (১৮) ও আব্দুল্লাহেল বাকী (১৮)। ১ ডিসেম্বর, তেঁতুলবাড়িয়ায় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্কুলছাত্র সজিব হোসেন (১৬) প্রাণ হারান।

এই ছয় মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে কমপক্ষে ৭ জন শিশু ও শিক্ষার্থী রয়েছেন। স্কুলে যাওয়ার পথে, রাস্তা পার হতে গিয়ে বা ভ্যানে থাকাকালীন তাদের মৃত্যু হয়।

দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে কমপক্ষে ৪ জন প্রবাস ফেরত যুবকও রয়েছেন, যারা ছুটি কাটাতে দেশে এসে প্রাণ হারিয়েছেন।

মেহেরপুরের ট্রাকচালক সড়ক দুর্ঘটনায় পাবনায় নিহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটী গ্রামের ট্রাক চালক সেলিম হোসেন সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০ টার সময় পাবনা শহরের কাছে একটি পরিবহনের সাথে ট্রাকের মুখোমুখি ধাক্কায় ঘটনা স্থলেই মৃত্যু হয় ট্রাকচালক সেলিম। নিহত সেলিম(৩৫)

সাহারবাটী গ্রামের আব্দুল গনির ছেলে।

সেলিমের মৃত্যুর বিষয়টি তার পরিবারের পক্ষ থেকে স্থানীয় সাবেক ইউপি সদস্য হাজী মোঃ ফরমান আলী নিশ্চিত করেছেন।

জানাগেছে, সেলিম হোসেন গত রাতে তার নিজস্ব ট্রাক (ঢাকা মেট্রো্ ট-১৫-৮৬৭৯) তে পাথর বোঝাই করে রাজশাহী যাচ্ছিলেন। ট্রাকটি পাবনা জেলা শহরের কাছাকাছি পৌছালে বিপরিত দিক দিয়ে দ্রতগামী পাবনা এক্সপ্রেস নামের একটি বাস মুখেমুখী ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান সেলিম। ট্রাকটির সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়। সেখান থেকে সেলিমের পরিবাকে জানানো হলে মরদেহ নিতে পাবনায় পৌছেছে।

গাংনী থানার ওসি বানী ইসরাইল জানান,বিষয়টি জেনে মরদেহ নেয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

মুজিবনগরে সড়ক দুর্ঘটনায় চার শিশু শিক্ষার্থী আহত

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার টেংরামারী-শিবপুর সড়কের হিরি গাড়ির মাঠে ট্রলি ও ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মুজিবনগর আইডিয়াল মাদ্রাসা ও দারুল হিফজ-এর চারজন শিশু শিক্ষার্থী আহত হয়েছে।

মঙ্গলবার (৩ জুন) সকাল ৮টার দিকে উপজেলার শিবপুর গলাকাটা মোড় থেকে টেংরামারী শুটিং মোড়ের মধ্যবর্তী স্থানে, হিরি গাড়ি মাঠের মেহগনি বাগানের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

আহত শিশুরা হলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার ভবানন্দপুর গ্রামের সোহেল রানার ছেলে ইব্রাহিম, টেংরামারী গ্রামের হাফিজুল ইসলামের ছেলে হুসাইন(৭), জাহিদ হাসানের ছেলে মাহিম (৭) ও বাবুল হোসেনের ছেলে সিয়াম (৭)।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুর্ঘটনা কবলিত ইজিবাইকটি ভবানন্দপুর ও

টেংরামারী এলাকা থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে শুটিং মোড় হয়ে কেদারগঞ্জে মুজিবনগর আইডিয়াল মাদ্রাসার উদ্দেশে যাচ্ছিল। পথে হিরি গাড়ির মাঠে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রলির সঙ্গে ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

ঘটনায় ইজিবাইকের চালক অক্ষত থাকলেও, গাড়িতে থাকা শিশু শিক্ষার্থীরা আহত হয়। স্থানীয়রা তাৎক্ষণিকভাবে আহতদের উদ্ধার করে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে গুরুতর আহতদের মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে রেফার করেন।

এ বিষয়ে মুজিবনগর আইডিয়াল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল বাইজিদ হোসেন বলেন, “খবর পেয়ে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে আহতদের খোঁজখবর নিচ্ছে। যাদের অবস্থা একটু গুরুতর ছিল, তাদেরকে মেহেরপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আমাদের শিক্ষকরা সার্বক্ষণিকভাবে তাদের পাশে রয়েছেন এবং মাদ্রাসা থেকে নিয়মিত খোঁজ রাখা হচ্ছে।”

তিনি আরও জানান, বর্তমানে সব ছাত্রই মোটামুটি ভালো আছে।

বৃষ্টির মধ্যেই সড়কে কার্পেটিংয়ের কাজ করার অভিযোগ

বৃষ্টির মধ্যেই সড়কে কার্পেটিংয়ের কাজ করার অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানে বিরুদ্ধে। গতকাল বৃহস্পতিবার সারাদিন কোটচাঁদপুরের রামচন্দ্রপুর সিঙ্গিয়া সড়কে এ কাজ করেন প্রতিষ্ঠানটি। এক বছরের সিকিউরিটি আছে, সড়ক নস্ট হয়ে গেলে মেরামত করে দেয়া হবে বললেন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাইড ইঞ্জিনিয়ার মিরাজুল হাকিম।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, ওয়েস্টার্ন ইকোনমিক করিডোর এন্ড রিজিওনাল এনহ্যান্সমেন্ট প্রোগ্রাম উইকেয়ার ফেস-১ প্রকল্পের আওতায় ঝিনাইদহে ৮৪.৯৯ কোটি টাকার কাজ চলমান রয়েছে। এর অধীনে

কোটচাঁদপুরেও সড়ক ও মার্কেট নির্মানের কাজ এগিয়ে চলেছে। কাজটি যৌথভাবে করছেন রানা বিল্ডার্স ও মিজানুর রহমান নামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান।

গেল ১৮ জানুয়ারি ২০২৪ সালে কাজটি শুরু হয়। যা সম্পন্ন হবে ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ সালে। এর তদারকিতে আছেন কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়। গতকাল বৃহস্পতিবার সারাদিন ছিল বৃষ্টির দিন। ওই বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কাজ করেন বলুহর ইউপি অফিস, গোবিন্দপুর বাজার সড়ক ভায়া রামচন্দ্রপুর সিঙ্গিয়া,সড়কে। যা আইডি নাম্বার – ২৪৪৪৪২৩০০৯।

খবর পেয়ে উপজেলা প্রকৌশলী কাজ বন্ধ করতে লিখিত ভাবে জানান প্রতিষ্টানটিকে। এরপরও বিধি নিষেধ উপেক্ষা করে ওই সড়কের কাজ করেন তারা।

সিঙ্গিয়া গ্রামের রফিকুল ইসলাম, মমরেজ মন্ডল ও আতিয়ার রহমান বলেন, গতকাল বৃহস্পতিবার সারাদিনই ছিল বৃষ্টি। ওই বৃষ্টির মধ্যেই দেখলাম বড় বড় ট্র্যাকে পিচ ও মেটেরিয়াল আসছে। এরপর দেখলাম বৃষ্টির মধ্যেই তারা কাজ করছেন। আপনারা বাধা দেননি, এমন প্রশ্নে তারা বলেন, আমরা গ্রামের উমি মানুষ। এ কাজ সম্পর্কে কি জানি, আর বলেই বা কি হবে। তাদের কাজ তারা করেই যাবেন। গ্রামবাসী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এ রাস্তাটি নিয়ে ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে। এ জন্য অনেক কিছু জানার পরও গ্রামের মানুষ প্রতিবাদ করেনি।

ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাইড ইঞ্জিনিয়ার মিরাজুল হাকিম বলেন, ১১ টার সময় মেটেরিয়াল সড়কে চলে আসে। আর বৃষ্টির সময় আমরা কাজ বন্ধ রেখে ছিলাম। বৃষ্টির পর পানি পরিস্কার করে,মেশিন দিয়ে ব্যাচমেন্ট শুকিয়ে কাজ করা হয়েছে। বৃষ্টি মধ্যে কাজ করা ঠিক হচ্ছে কি, এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, বৃষ্টির মধ্যে কাজ করলে কোন সমস্যা নাই। এছাড়া এক বছরের সিকিউরিটি আছে, সড়ক নষ্ট হয়ে গেলে মেরামত করে দেয়া হবে।

প্রজেক্ট ম্যানেজার শামসুল ইসলাম বলেন, বৃষ্টির পানি বেশি হলে সমস্যা হয়। বেশি বৃষ্টি তো হয়নি। এরপরও যদি রাস্তার সমস্যা হয়, সেক্ষেত্রে রাস্তা আবারও করে দেয়া হবে।

উপজেলা প্রকৌশলী সিদ্ধার্থ কুমার কুন্ডু বলেন, গতকাল বৃহস্পতিবার সারাদিনই বৃষ্টি হচ্ছিল। এই বৈরী আবহাওয়া মধ্যে কাজ করতে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে লিখিত ভাবে নিশেধ করা হয়। এরপরও তারা

কোন কথা না শুনে বৃষ্টির মধ্যেই ওই সড়কের কার্পেটিংয়ের কাজ করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিবেন কি, এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, ঘটনাটি উদ্ধোতন কতৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। যা ব্যবস্থা নেবার ওনারা নিবেন।

বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে মোবাইল যোগাযোগ করা হয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী আনিসুল ইসলাম সঙ্গে। তবে ফোন রিসিভ না করায় কথা বলা সম্ভব হয়নি।